# সমাজকর্ম এবং জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা ও পেশার মধ্যে সম্পর্ক (Relationship between of Social Work and Other Branches of Knowledge and Professions)

**ইউনিট 6**

## ভূমিকা

সমাজকর্ম একটি সমন্বিত সামাজিক বিজ্ঞান। মানুষের বিভিন্নমুখী সমস্যার সমাধানকল্পে সমাজকর্ম অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞান থেকে তার অধিকাংশ জ্ঞান আহরণ করেছে। আর সামাজিক বিজ্ঞান হলো সেই বিজ্ঞান যা সামাজিক জীব হিসেবে মানুষের সামাজিক সম্পর্কের বিভিন্ন দিক নিয়ে অর্থাৎ তাদের আচার-আচরণ, প্রথা-প্রতিষ্ঠান, পারস্পরিক সম্পর্ক, কৃষি, সংস্কৃতি তথা গোটা সমাজকে নিয়ে আলোচনা করে এবং তথ্য উদঘাটন ও তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করে। বর্তমান বিশ্বে সমাজকর্ম পেশাগত সেবার মর্যাদায় পরিগণিত আর সমাজকর্মের চলার পথকে সুগম করেছে সামাজিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার জ্ঞান। সুতরাং জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা ও পেশার সাথে সমাজকর্মের গভীর সম্পর্ক ও যোগাযোগ রয়েছে। এই ইউনিটে সমাজকর্মের সাথে জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা এবং পেশার সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

**এই ইউনিটের পাঠসমূহ**


পাঠ-৬.১ : সমাজকর্ম ও সমাজবিজ্ঞানের মধ্যে সম্পর্ক
পাঠ-৬.২ : সমাজকর্ম ও নৃ-বিজ্ঞানের মধ্যে সম্পর্ক
পাঠ-৬.৩ : সমাজকর্ম ও মনোবিজ্ঞানের মধ্যে সম্পর্ক
পাঠ-৬.৪ : সমাজকর্ম এবং পৌরনীতি ও সুশাসনের মধ্যে সম্পর্ক
পাঠ-৬.৫ : সমাজকর্ম ও অর্থনীতির মধ্যে সম্পর্ক
পাঠ-৬.৬ : সমাজকর্ম ও জনবিজ্ঞানের মধ্যে সম্পর্ক
পাঠ-৬.৭ : সমাজকর্ম ও চিকিৎসা পেশার মধ্যে সম্পর্ক
পাঠ-৬.৮ : সমাজকর্ম ও আইন পেশার মধ্যে সম্পর্ক
পাঠ-৬.৯ : সমাজকর্ম ও সাংবাদিকতার মধ্যে সম্পর্ক
পাঠ-৬.১০ : জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা এবং পেশার সমন্বিত প্রায়োগিক বিষয় হিসেবে সমাজকর্ম


## পাঠ-৬.১ সমাজকর্ম ও সমাজবিজ্ঞানের মধ্যে সম্পর্ক (Relationship between Social Work and Sociology)

### উদ্দেশ্য

**এই পাঠ শেষে আপনি–**

৬.১.১ সমাজবিজ্ঞান কী তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

৬.১.২ সমাজকর্মের সাথে সমাজবিজ্ঞানের সম্পর্ক আলোচনা করতে পারবেন।

### ৬.১.১ সমাজবিজ্ঞান কী?

সমাজবিজ্ঞান হচ্ছে সমাজ সম্পর্কিত বিজ্ঞান, যা সমাজের সার্বিক দিক নিয়ে আলোচনা, পর্যালোচনা ও গবেষণা করে। এর মধ্যে সমাজকাঠামো, সামাজিক প্রতিষ্ঠান, সমাজের উদ্ভব ও বিকাশ, আচার-অনুষ্ঠান, সমাজিক পরিবর্তনের ধারা এবং মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক ও প্রতিক্রিয়া অন্যতম। বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। ডুর্খেইমের মতে, সমাজবিজ্ঞান হলো বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞান।

Ginsberg এর মতে, সমাজবিজ্ঞান মানুষের পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া ও আন্তঃসম্পর্কের শর্ত ও ফলাফল সম্পর্কিত অধ্যয়ন। Max Weber এর মতে, সমাজবিজ্ঞান হলো ঐ বিজ্ঞান যা সামাজিক মানুষকে বিশদভাবে জানার চেষ্টা করে।

অন্যদিকে, সমাজকর্ম মূলত মানুষকে সাহায্য করার একটি পেশা। এটি ব্যক্তি, দল ও সমষ্টিকে এমনভাবে সাহায্য করে যাতে তারা নিজস্ব সামর্থ্য ও সম্পদের ব্যবহারের মাধমে নিজেরাই নিজেদের সমস্যার সমাধান করতে পারে। এখানে উল্লেখ্য যে, সমাজকর্মের অস্তিত্ব এবং সমাজকর্মের কর্মকাণ্ড এক সামাজিক ব্যবস্থার ভিতর থেকেই পরিচালিত হয়। মূলত এ জন্যই সমাজকর্ম ও সমাজবিজ্ঞান পরস্পর ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত এবং সমাজবিজ্ঞানের জ্ঞান সমাজকর্মীকে তাদের পেশাগত দায়িত্ব পালনে সহায়তা করে যাতে করে তারা সাহায্যার্থীর কল্যাণে কার্যকরভাবে ভূমিকা রাখতে পারে।

## ৬.১.২ সমাজকর্ম ও সমাজবিজ্ঞানের সম্পর্ক

সমাজকর্ম ও সমাজবিজ্ঞানের মধ্যে কিছু সম্পর্ক ও সাদৃশ্য বিদ্যমান। নিম্নে এগুলো আলোচনা করা হলো :

**প্রথমত :** উদ্দেশ্যগত দিক থেকে সমাজবিজ্ঞান ও সমাজকর্মের মধ্যকার সম্পর্ক রয়েছে। কেননা উভয়েরই উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রগতি ও উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা। এক্ষেত্রে সমাজবিজ্ঞানে সমাজ ও মানুষের সম্পর্ক বিষয়ক জ্ঞান আহরণ করা হয়। অন্যদিকে সমাজকর্ম সমাজ ও মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে সমাজের কল্যাণ অর্জনে প্রয়াসী হয়।

**দ্বিতীয়ত :** বিষয়বস্তুগত দিক থেকেও সমাজকর্ম ও সমাজবিজ্ঞানের সম্পর্ক রয়েছে। সমাজবিজ্ঞান সমাজের কাঠামো ও প্রতিষ্ঠান নিয়ে আলোচনা করে। অন্যদিকে সমাজকর্ম সামাজিক কাঠামোর সকল স্তরে অবস্থিত মানুষকে তাদের উপযুক্ত ভূমিকা পালনে সহায়তা করে।

**তৃতীয়ত :** সমাজকর্মের অন্যতম লক্ষ্য হলো সামাজিক সমস্যার সমাধান। আর সামাজিক সমস্যা সমাজস্থ মানুষের উপর অবাঞ্ছিত ও ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করে, যা মানুষের স্বাভাবিক ভূমিকা পালনের পথে বাধা দেয়। আর এই সামাজিক সমস্যা সমাধানে সমাজবিজ্ঞানের জ্ঞান সমাজকর্মের জন্য সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

**চতুর্থত :** সমাজকর্ম বেশ কিছু মৌলিক ও সহায়ক পদ্ধতির মাধ্যমে লক্ষ্যে পৌঁছায় এবং তার সেবাদান প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে। এই পদ্ধতির মধ্যে অন্যতম মৌলিক পদ্ধতি হলো দল সমাজকর্ম। দল সমাজকর্ম ছোট ছোট দল গঠন করে কিছু কৌশল অবলম্বন করে দলীয় সদস্যদের সমস্যার সমাধান দেয়। সেক্ষেত্রে দল সমাজকর্মীকে সামাজিক দল, দলের বৈশিষ্ট্য, দলীয় দ্বন্দ্ব, দলীয় গতিশীলতা, দলীয় আন্তঃক্রিয়া, প্রতিক্রিয়া প্রভৃতি সম্পর্কে ধারণা বা সম্যক জ্ঞান অর্জন করতে হয়। আর দলের সকল বিষয় কেবলমাত্র সমাজবিজ্ঞানেই বিস্তারিত আলোচনা করা যায়।

**পঞ্চমত :** সমাজকর্ম ও সমাজবিজ্ঞানের সাথে সম্পর্কের আর একটি দিক হলো সমাজ সম্পর্কে উভয়েরই সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি। অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞান কোনো একটি বিশেষ দিকে আলোচনা করে। যেমন– মনোবিজ্ঞানে কেবল মানুষের আচরণ নিয়ে আলোচনা হয়। কিন্তু সমাজকর্ম ও সমাজবিজ্ঞান সার্বিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করে।

**ষষ্ঠত :** সমাজবিজ্ঞানে দার্শনিক ও ঐতিহাসিক পদ্ধতির মাধ্যমে বিভিন্ন গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হয়। আবার সমাজকর্মও একটি প্রতিষ্ঠিত ব্যবহারিক বিজ্ঞান। গবেষণা ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রয়োগ এটিকে আরো সমৃদ্ধ করছে।

**সপ্তমত :** উৎপত্তিগত দিক থেকেও সমাজকর্ম ও সমাজবিজ্ঞানের সম্পর্ক গভীর। উভয়েরই উৎপত্তি ও বিকাশ শুরু হয়েছে শিল্পবিপ্লবের অব্যবহিত পর।

উপর্যুক্ত আলোচনা প্রেক্ষিতে বলা যায়, সমাজকর্ম ও সমাজবিজ্ঞানের সম্পর্ক শুধু ঘনিষ্টই নয় বরং পারস্পারিক নির্ভরশীলও বটে। উভয়ের মধ্যে গভীর সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও কিছু কিছু মৌলিক পার্থক্যও বিদ্যমান। আর তা হলো :

১। সমাজবিজ্ঞান একটি মৌলিক বিজ্ঞান। অন্যদিকে সমাজকর্ম সামাজিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা থেকে জ্ঞান আহরণ করে গড়ে উঠেছে। অর্থাৎ সমাজকর্ম হলো একটি সমন্বিত বিজ্ঞান।

২। পরিধিগত দিকেও পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। সমাজবিজ্ঞানের পরিধি ব্যাপক, কিন্তু সমাজকর্মের পরিধি অপেক্ষাকৃত কম।

৩। সমাজবিজ্ঞান একটি তাত্ত্বিক বিজ্ঞান; পক্ষান্তরে সমাজকর্ম একটি ব্যবহারিক বিজ্ঞান।

৪। সমাজবিজ্ঞান তাত্ত্বিক বিজ্ঞান হওয়ার কারণে এটি নিজস্ব গবেষণা পদ্ধতির মাধ্যমে নতুন নতুন জ্ঞান সৃষ্টি করে। অন্যদিকে, সমাজকর্ম নতুন জ্ঞান সৃষ্টির পাশাপাশি অর্জিত জ্ঞানের বাস্তব প্রয়োগের মাধ্যমে কল্যাণ সাধনে নিয়োজিত হয়।

৫। সমাজকর্মীদের জন্য সমাজবিজ্ঞানের জ্ঞান অপরিহার্য; কিন্তু সমাজবিজ্ঞানীদের জন্য সমাজকর্মের জ্ঞান প্রয়োজন হলেও অপরিহার্য নয়।

৬। সমাজকর্ম দর্শন ও সমাজবিজ্ঞান দর্শন কল্যাণমুখী চিন্তাধারায় এক নয়।

পরিশেষে বলা যায় যে, উভয়ের সাথে মৌলিক পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও একে অপরের পরিপূরক। একটি জ্ঞান আহরণ করে অপরটি মানবকল্যাণে তা প্রয়োগ করে।

## সারসংক্ষেপ

সমাজকর্মের জ্ঞানগত ভিত্তি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সামাজিক বিজ্ঞানের অন্যতম শাখা সমাজবিজ্ঞানের উপর ব্যাপক নির্ভরশীলতা রয়েছে। উভয়রেই লক্ষ্য মানবীয় মঙ্গল সাধন হওয়ায় দুইয়ের মধ্যে অত্যন্ত নিবিড় সম্পর্ক থাকা স্বাভাবিক। অর্থাৎ সমাজকর্ম সমাজস্থ মানুষের সমস্যার সমাধান কল্পে ও উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে এবং এক্ষেত্রে সমাজবিজ্ঞান থেকে সমাজ সম্পর্কিত জ্ঞান আহরণ এবং ব্যবহার করে থাকে।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। "সমাজবিজ্ঞান হলো বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞান"– উক্তিটি কার?
ক) কোভালোভস্কি খ) ডুর্খেইম
গ) পেজ ঘ) ম্যাকাইভার

২। সমাজবিজ্ঞান সমাজকর্মের উপর নির্ভরশীল কেন?
ক) জ্ঞানকে বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগের জন্য খ) অর্জিত জ্ঞানকে তাত্ত্বিক রূপদানের জন্য
গ) সমাজ সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান অর্জনের জন্য ঘ) জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য

৩। সমাজবিজ্ঞানের পরিধি ব্যাপক হওয়ার কারণ হলো–
i. ব্যক্তির পূর্ণাঙ্গ চিত্র স্থান পেয়েছে
ii. সমাজ জীবনের পূর্ণাঙ্গ চিত্র স্থান পেয়েছে
iii. সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহের চিত্র ফুটে উঠেছে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

## পাঠ-৬.২ সমাজকর্ম ও নৃ-বিজ্ঞানের মধ্যে সম্পর্ক (Relationship between Social Work and Anthropology)

### উদ্দেশ্য

**এই পাঠ শেষে আপনি–**

৬.২.১ নৃ-বিজ্ঞান কী তা বলতে পারবেন।

৬.২.২ সমাজকর্ম ও নৃ-বিজ্ঞানের সম্পর্ক আলোচনা করতে পারবেন।

### ৬.২.১ নৃ-বিজ্ঞান কী?

শাব্দিক অর্থে নৃ-বিজ্ঞান বলতে মানুষের বিজ্ঞানকে বোঝায়। Anthropo অর্থ মানুষ এবং Logy অর্থ বিজ্ঞান। এ বিজ্ঞানের সাহায্যে মানুষের অতীত কাল হতে অদ্যাবধি বিবর্তনের ধারা পর্যালোচনা করা হয়। এজন্য নৃ-বিজ্ঞানকে মানুষের বিজ্ঞান বলা হয়। অতীতকাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত মানুষের জন্ম পরিচয়, জন্ম ইতিহাস, সংস্কৃতি, পরিবার, রাষ্ট্র, ধর্ম প্রভৃতি প্রথা প্রতিষ্ঠানের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ নিয়েই সাধারণত নৃ-বিজ্ঞানের পথচলা। নৃ-বিজ্ঞানী ম্যালিনোস্কি এর মতে, নৃ-বিজ্ঞান হলো মানুষ ও তার সংস্কৃতির বৈজ্ঞানিক পাঠ বা আলোচনা।

মুহম্মদ হাবিবুর রহমানের মতে, প্রাণী হিসেবে মানুষ এবং সামাজিক জীব হিসেবে তার সংস্কৃতির পর্যালোচনাই নৃ-বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য। বস্তুত নৃ-বিজ্ঞান মানুষের উৎপত্তি, প্রাণিরাজ্যে তার স্থান তথা এর বিবর্তন প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করে। নৃ-বিজ্ঞানের সংজ্ঞায় ই. এ হোবেল বলেন, "নৃ-বিজ্ঞান হলো মানুষ ও তার সংস্কৃতির বিজ্ঞান।"

সুতরাং বলা যায় যে, নৃ-বিজ্ঞান হলো এমন এক শাস্ত্র বা পাঠ, যা মানুষের উৎপত্তি, পরিচয়, ক্রমবিকাশ, আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়াদি সম্পর্কে বস্তুনিষ্ট ও বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণ করে। নৃ-বিজ্ঞান জৈবিক নৃ-বিজ্ঞান ও সাংস্কতিক নৃ-বিজ্ঞান এ দু'ভাগে বিভক্ত।

### ৬.২.২ সমাজকর্ম ও নৃ-বিজ্ঞানের সম্পর্ক

সমাজকর্ম ও নৃ-বিজ্ঞান উভয়ই সামাজিক বিজ্ঞানের অন্তর্গত বিষয়। সমাজকর্ম সমাজের মানুষের বিভিন্ন সমস্যা এবং সমস্যা সমাধানমূলক কার্যাবলী আলোচনা করে। সমাজকর্মীদের তাই মানব কল্যাণমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য সমাজের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিবর্তনের ইতিহাস এবং দৈনন্দিন জীবনযাপন সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা প্রয়োজন। আর তাই এই দুইয়ের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ট। দু'টি বিষয়ের মধ্যে সম্পর্কগুলো হলো :

১। সমাজকর্ম একটি সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়া। বহুমুখী জটিল সমস্যার সমাধানে সমাজকর্ম সর্বদা প্রয়াসী, আর এজন্য সমাজকর্মীদের ব্যক্তির দৈহিক গতি, আকৃতি, প্রকৃতি প্রভৃতি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে হবে। তাই দৈহিক নৃ-বিজ্ঞান ব্যক্তি, দল, সমষ্টির সমস্যা সমাধানে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

২। সমাজকর্ম অনুশীলনের অন্যতম নীতি হলো ব্যক্তির মূল্যবোধ ও সামাজিক মূল্যবোধের স্বীকৃতি। অর্থাৎ সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তির সমস্যা সমাধানে সমাজের প্রচলিত মূল্যবোধ পরিপন্থী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে না। এক্ষেত্রে সমাজকর্মীকে সাংস্কৃতিক নৃ-বিজ্ঞানের জ্ঞান গ্রহণ করতে হবে।

৩। দ্রুত নগরায়ন আধুনিক সময়ের উন্নয়নের এক সূচক বলে বিবেচিত হলেও নগরায়ন সৃষ্টি করছে নানা মনো-সামাজিক সমস্যা। এসব সমস্যা সমাধানে সমাজকর্মীকে নগর নৃ-বিজ্ঞানের সাহায্য নিতে হবে। এক্ষেত্রেও সমাজকর্ম ও নৃ-বিজ্ঞান সম্পর্কিত।

৪। সমাজকর্ম আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে। আর বিভিন্ন আচার-আচরণ, বিশ্বাস এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বাধা এই উন্নয়নকে ব্যাহত করে। ফলিত নৃ-বিজ্ঞান আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের বাধা সৃষ্টিকারী এ সকল বিষয় চিহ্নিত করে থাকে এবং সমাজকর্মীকে লক্ষ্যে পৌঁছাতে সাহায্য করে।

৫। সমাজকর্ম অনুশীলনে ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ককে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়। এক্ষেত্রে সামাজিক নৃ-বিজ্ঞানের জ্ঞান সমাজকর্মের জন্য সহায়ক। কেননা সামাজিক নৃ-বিজ্ঞানের ভিত্তিই হলো মানুষের পারস্পরিক ও সামাজিক সম্পর্ক।

৬। চিকিৎসা সমাজকর্মের জন্যও নৃ-বিজ্ঞান এর জ্ঞান কার্যকরী হতে পারে। কেননা নৃ-বিজ্ঞানের অন্যতম একটি শাখা হলো চিকিৎসা নৃ-বিজ্ঞান। এটি সমাজে বসবাসরত মানুষের রোগ, চিকিৎসা ও আচার-আচরণ নিয়ে আলোচনা করে।

পরিশেষে বলা যায় যে, নৃ-বিজ্ঞানের প্রতিটি ক্ষেত্রের সাথেই সমাজকর্মের ঘনিষ্ট সম্পর্ক বিদ্যমান। সুতরাং দুটিই একে অপরের সহযোগী বলা যায়। গভীর সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও দুটি বিজ্ঞানের মধ্যে কিছু পার্থক্য রয়েছে। পার্থক্যগুলো নিম্নরূপ :

১। নৃ-বিজ্ঞান মূলত তাত্ত্বিক বিজ্ঞান, সমাজকর্ম একটি ব্যবহারিক বা ফলিত বিজ্ঞান।

২। নৃ-বিজ্ঞানে মূলত গবেষণা কার্যে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়, পক্ষান্তরে সমাজকর্মে পর্যবেক্ষণের পাশাপাশি সাক্ষাৎকার, ফোকাস গ্রুপ আলোচনা পদ্ধতির উপর গুরুত্ব দেয়া হয় এবং তথ্য সংগ্রহে পরিসংখ্যান ও প্রশ্নমালার সাহায্য নেয়া হয়।

৩। নৃ-বিজ্ঞানে কখনও মানুষের জৈবিক বৈশিষ্ট্য কখনও সামাজিক-সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যকে বড় করে দেখা হয়। কিন্তু সমাজকর্মে সবসময়ই মানুষের সামষ্টিক বৈশিষ্ট্যকে বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়।

৪। নৃ-বিজ্ঞানের বহু শাখা-প্রশাখা রয়েছে, যা সমাজের প্রায় প্রতিটি দিকেই বিস্তৃত। কিন্তু সমাজকর্মের তেমন কোনো শাখা-প্রশাখা নেই। অর্থাৎ নৃ-বিজ্ঞানের পরিধি সমাজকর্মের তুলনায় ব্যাপক।

৫। নৃ-বিজ্ঞান অতীত নিয়েই বেশি পর্যালোচনা করে, কিন্তু সমাজকর্মের বর্তমান ও ভবিষ্যতের প্রতি আগ্রহ বেশি।

অতএব বলা যায় যে, কিছু মৌলিক পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও এই দুইয়ের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। একে অন্যের পরিপূরক হিসেবে সমস্যা সমাধান ও উন্নয়নে সদা সচেষ্ট থাকে।

## সারসংক্ষেপ

সমাজকর্ম বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও পদ্ধতিনির্ভর সেবা ব্যবস্থা হিসেবে পরিচিত। পক্ষান্তরে মানুষের উৎপত্তি, বিকাশ, সংস্কৃতি, গঠন প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা করে নৃ-বিজ্ঞান। তাই আপাতদৃষ্টিতে উভয়ই সামাজিক বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত বিষয় হিসেবে সমস্যার সমাধান ও ব্যাপক সামাজিক সম্পর্কের উন্নয়নের গতিকে তরান্বিত করতে সাহায্য করে থাকে।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। মানুষের উৎপত্তি, বিকাশ, সভ্যতা ও সমাজ নিয়ে আলোচনা করে কোনটি?
ক) জনবিজ্ঞান খ) সমাজকর্ম
গ) সমাজবিজ্ঞান ঘ) নৃ-বিজ্ঞান

২। সমাজকর্মে সমস্যা সমাধানের জন্য নৃ-তাত্ত্বিক পদ্ধতি গ্রহণ করতে হয় কেন?
ক) মানুষের কার্যকলাপ বিশ্লেষণের জন্য খ) নগরায়ণের সমস্যা সমাধানের জন্য
গ) সমস্যা সমাধানে বস্তুনিষ্ঠ তথ্য সংগ্রহের জন্য ঘ) সুষ্ঠু পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য

৩। নৃ-বিজ্ঞান মানুষকে যেভাবে পর্যালোচনা করে–
i. প্রাণী হিসেবে ii. সামাজিক জীব হিসেবে iii. রাজনৈতিক জীব হিসেবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

## পাঠ-৬.৩ সমাজকর্ম ও মনোবিজ্ঞানের মধ্যে সম্পর্ক (Relationship between Social Work and Psychology)

### উদ্দেশ্য

**এই পাঠ শেষে আপনি–**

৬.৩.১ মনোবিজ্ঞানের সংজ্ঞা প্রদান করতে পারবেন।
৬.৩.২ সমাজকর্ম ও মনোবিজ্ঞানের সম্পর্ক আলোচনা করতে পারবেন।

### ৬.৩.১ মনোবিজ্ঞান কী?

সমাজকর্ম একটি সমন্বিত বিজ্ঞান বিধায় সমাজবিজ্ঞান ও অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞানের ন্যায় মনোবিজ্ঞানের সাথেও সমাজকর্মের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। এছাড়া অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞানের তুলনায় সমাজকর্ম মনোবিজ্ঞানের উপর বেশি মাত্রায় নির্ভরশীল। মনোবিজ্ঞান ও এর বিভিন্ন শাখার জ্ঞান সমাজকর্মের লক্ষ্য অর্জনে বিশেষভাবে সহায়তা করে।

মনোবিজ্ঞান হলো আত্মার বিজ্ঞান। মনোবিজ্ঞানের ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো Psychology, যা Psyche এবং Logos শব্দদ্বয়ের সমন্বয়ে গঠিত। Psyche এবং Logos এর পর্যায়ক্রমিক অর্থ হলো মন বা আত্মা এবং বিজ্ঞান বা জ্ঞান। অর্থাৎ মনোবিজ্ঞান হলো মন বা আত্মা সম্পর্কিত বিজ্ঞান। এছাড়াও মনোবিজ্ঞান মানুষের আচরণ সম্পর্কিত বিজ্ঞান হিসেবে স্বীকৃত। বিভিন্ন পরিবেশ বা পরিস্থিতিতে মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর বিভিন্ন রূপ, আচরণ ও বিভিন্ন আচরণের কারণ এবং আচরণ নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি হলো মনোবিজ্ঞানের মূল আলোচ্য বিষয়।

মনোবিজ্ঞানী ওয়াইসন এর মতে, মনোবিজ্ঞান হচ্ছে এমন একটি বিজ্ঞান যা মানুষ ও প্রাণীর আচরণ নিয়ে আলোচনা করে। ক্রাইডার ও অন্যান্য আধুনিক মনোবিজ্ঞানীদের মতে, মনোজ্ঞিান হলো আচরণ ও মানসিক প্রক্রিয়াসমূহের বিজ্ঞানসম্মত পর্যালোচনা। মনোবিজ্ঞানী প্যাভলভ এর মতে, মনোবিজ্ঞান হচ্ছে দৃষ্টিগোচর আচরণের পর্যালোচনা।

সুতরাং বলা যায়, যে বিজ্ঞান মানবিক ও শারীরিক ক্রিয়ার পারস্পারিক সম্পর্ক বিশেষ করে, যা ব্যক্তিত্বকে প্রভাবিত করে তার অনুধ্যান করে তাকে মনোবিজ্ঞান বলে।

### ৬.৩.২ সমাজকর্মের সাথে মনোবিজ্ঞানের সম্পর্ক

সমাজকর্ম ও মনোবিজ্ঞানের সম্পর্ক ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। কেননা মনোবিজ্ঞান মানুষের আচরণ ও মানসিক দিক নিয়ে আলোচনা করে। অন্যদিকে সমাজকর্ম অনাকাঙ্ক্ষিত বা অবাঞ্ছিত আচরণ ও মানবিক ত্রুটিজনিত কারণে সৃষ্ট মনো-সামাজিক সমস্যার সমাধানে চেষ্টা করে। নিম্নে এই দুইয়ের সম্পর্ক আলোচনা করা হলো :

১। সমাজকর্মের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তির সমস্যা সমাধান করে তাকে সঠিক ভূমিকা পালনে সহায়তা করা। কিন্তু ব্যক্তিভেদে সমস্যার প্রকৃতি ভিন্ন হয়ে থাকে। কারণ প্রত্যেকটি ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব, তার আবেগ, বুদ্ধি, হতাশা, বিষয়বস্তু প্রত্যক্ষণ ক্ষমতা প্রভৃতি ভিন্ন হয়ে থাকে। কাজেই এসব বিষয় সম্পর্কে জানতে একজন সমাজকর্মীকে মনোবিজ্ঞান সহায়তা করতে পারে।
২। সমাজকর্মে সমস্যা সমাধানে ব্যক্তির নিজস্ব সামর্থ্য, সুপ্ত ক্ষমতা ও বুদ্ধিমত্তার উপর গুরুত্ব প্রদান করে। আর ব্যক্তির এই সুপ্ত ক্ষমতা, বুদ্ধিমত্তা পরিমাপের জন্য মনোবিজ্ঞানে বিশেষ কৌশল ও প্রক্রিয়া অবলম্বন করে। সেক্ষেত্রে সমাজকর্ম ও মনোবিজ্ঞান পরস্পর সহায়ক।
৩। মনোবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা আবার সমাজকর্মের বিভিন্ন অনুশীলন ক্ষেত্রের সাথে গভীরভাবে সংশ্লিষ্ট। অর্থাৎ সমাজকর্মের অনুশীলনের ক্ষেত্র যেমন বহুমুখী তেমনি বহুমুখী অনুশীলন ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানের জ্ঞানের প্রয়োগও বহুমুখী।
৪। সমাজকর্মের অন্যতম লক্ষ্য হলো ব্যক্তিকে সমাজ উপযোগী আচরণ করতে সক্ষম করে তোলা। এক্ষেত্রে শিক্ষণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ব্যক্তিকে উপযোগী আচরণ শিক্ষা দিতেও মনোবিজ্ঞানের জ্ঞান সমাজকর্মীদের জন্য সহায়ক ভূমিকা পালন করে।
৫। সমাজকর্মের চিকিৎসা পদ্ধতি বহুলাংশে মনোবিজ্ঞানের জ্ঞাননির্ভর। বিশেষ করে ব্যক্তি সমাজকর্মে ব্যক্তির সমস্যার সমাধান ও আচরণ সংশোধনের জন্য প্রয়োগকৃত সবই মনোবিজ্ঞানেরই আলোচ্য বিষয়।
সুতরাং বলা যায় যে, সমাজকর্মীরা তাদের পেশাগত দায়িত্ব পালনে মনোবিজ্ঞানের জ্ঞানের উপর প্রত্যক্ষভাবে নির্ভরশীল। বিষয়বস্তুগত দিক থেকে উভয়ের অনেক মিল রয়েছে।

সমাজকর্ম ও মনোবিজ্ঞানের মধ্যে যেমন ঘনিষ্ট সম্পর্ক বিদ্যমান। তেমনি উভয়ের মধ্যে কতগুলো মৌলিক পার্থক্যও পরিলক্ষিত হয়। যেমন :

১। একটি সাহায্যকারী পেশা হিসেবে সমাজকর্মের কিছু নিজস্ব মূল্যবোধ ও নীতিমালা রয়েছে। কিন্তু মনোবিজ্ঞানে সামাজিক মূল্যবোধ ও নৈতিকতার তেমন প্রভাব লক্ষ্যণীয় নয়।
২। সমাজকর্ম একটি ব্যবহারিক বা অনুশীলনধর্মী বিজ্ঞান। কিন্তু মনোবিজ্ঞান মৌলিক বিজ্ঞান।
৩। মনোবিজ্ঞান মানুষ ও প্রাণীর আচরণ নিয়ে আলোচনা করে।পক্ষান্তরে সমাজকর্ম অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানুষের আচরণ সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করে।
৪। মনোবিজ্ঞানের জ্ঞানের উপর সমাজকর্ম নির্ভরশীল কিন্তু সমাজকর্মের জ্ঞানের উপর মনোবিজ্ঞান ততোটা নির্ভরশীল নয়।
৫। মনোবিজ্ঞানের নিজস্ব তত্ত্ব রয়েছে। সমাজকর্মের সেই অর্থে নিজস্ব কোনো তত্ত্ব নেই, যদিও তত্ত্বীয় কাঠামো রয়েছে।
উপরিক্ত আলোচনা শেষে বলা যায় যে, সমাজকর্ম ও মনোবিজ্ঞানের সুনির্দিষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। তবে সমাজকর্মের অধিকাংশ কার্যক্রম এবং পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়নে মনোবিজ্ঞান শুধু সহায়তাই করেনা, বরং মনোবিজ্ঞানের জ্ঞান সমাজকর্মের জন্য অপরিহার্য।

## সারসংক্ষেপ

মনোবিজ্ঞানের সাথে সমাজকর্মের সম্পর্ক নিবিড়। সমাজকর্ম ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব, আচরণ, আবেগ, অনুভূতি, চাহিদা সম্পর্কে নিবিড় তথ্য পেতে পারে শুধুমাত্র মনোবিজ্ঞানের সহায়তায়। সমাজকর্ম তার কর্মক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্ব দেয় ব্যক্তি ও তার পরিবেশের উপর আর মনোবিজ্ঞান এক্ষেত্রে মানুষ ও তার পরিবেশের ভারসাম্য স্থাপনে প্রয়োজনীয় জ্ঞান দান করে সমাজকর্মকে তার লক্ষ্যে পৌঁছাতে সহায়তা করে ।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। মানব আচরণ সম্পর্কিত বিজ্ঞান কোনটি?
ক) সমাজকর্ম খ) নৃ-বিজ্ঞান
গ) মনোবিজ্ঞান ঘ) জনবিজ্ঞান

২। মনোবিজ্ঞানের উদ্ভব হয়েছে কেন?
ক) প্রাণীর আচরণ অনুসন্ধানের জন্য খ) মানুষের মানসিক অবস্থা নিয়ন্ত্রনের জন্য
গ) মানুষ ও প্রাণীর আচরণ অনুসন্ধানের জন্য ঘ) মানসিক রোগের থেকে মুক্তি লাভের জন্য

# পাঠ-৬.৪ সমাজকর্মের সাথে পৌরনীতি ও সুশাসনের মধ্যে সম্পর্ক (Relationship of Social Work with Civics and Good Governance)

## উদ্দেশ্য

**এই পাঠ শেষে আপনি–**

৬.৪.১ পৌরনীতি ও সুশাসন কী তা বলতে পারবেন।

৬.৪.২ সমাজকর্মের সাথে পৌরনীতি ও সুশাসনের সম্পর্ক আলোচনা করতে পারবেন।

## ৬.৪.১ পৌরনীতি ও সুশাসন কী?

মানবজ্ঞানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শাখা হলো পৌরনীতি। বর্তমানে পৌরনীতির সাথে সুশাসন কথাটি যুক্ত করে নতুন নামকরণ করা হয়েছে পৌরনীতি ও সুশাসন। সমাজকর্ম এবং পৌরনীতি ও সুশাসন উভয়ই সামাজিক বিজ্ঞান। মানববিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার মতো পৌরনীতি ও সুশাসনের সঙ্গেও সমাজকর্মের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক বিদ্যমান।

### পৌরনীতি

ইংরেজি শব্দ Civics থেকে পৌরনীতি শব্দটি এসেছে। যার অর্থ নাগরিক বা নগররাষ্ট্র। সুতরাং শব্দগত অর্থে পৌরনীতি হলো নগররাষ্ট্রে বসবাসকারী নাগরিকদের আচরণ ও কার্যবালী সংক্রান্ত বিজ্ঞান। সাধারণ অর্থে যে শাস্ত্র নাগরিক, সমাজ ও রাষ্ট্রের আচরণ এবং কার্যাবলি নিয়ে ধারাবাহিক আলোচনা করে এবং উন্নত ও অগ্রসর নাগরিক জীবন সম্মন্ধে জ্ঞানদান করে তাকে পৌরনীতি বলে।

Oxford Advance Learners Dictionary তে বলা হয়েছে, পৌরনীতি এমন একটি বিষয় যা কোনো রাষ্ট্রের নাগরিক বা সমাজের সদস্য হিসেবে তাদের অধিকার ও দায়িত্বের ব্যাপারে সরকার কী কাজ করে বা ব্যবস্থা নেয় তা আলোচনা করে। অতএব, যে শাস্ত্র রাষ্ট্রের নাগরিকদের অধিকার ও কর্তব্য এবং রাষ্ট্রের কার্যাবলী বিশদভাবে আলোচনা করে তাকে পৌরনীতি বলে।

### সুশাসন

বর্তমান বিশ্বের একটি সর্বাধিক আলোচিত বিষয় সুশাসন, যার মাধ্যমে জানা যায় জনগণ কীভাবে শাসিত হবে এবং তাদের সর্বাধিক কল্যাণ নিশ্চিত করা হবে। রাষ্ট্র ও সরকারের এবং সরকার ও জনগণের সম্পর্ক কেমন হবে সুশাসন প্রত্যয়টি তাও ব্যাখ্যা করে । শাসন এর পূর্বে সু প্রত্যয় সংযোগে সুশাসন শব্দটি গঠিত হয়েছে। এর অর্থ হলো নির্ভুল, দক্ষ ও ফলপ্রসূভাবে শাসন করা। আইনের শাসন হচ্ছে সুশাসনের অন্যতম উপাদান। সাধারণভাবে বলা যায়, যে শাসন প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশগ্রহণ, আইনের শাসন, অবাধ তথ্য প্রবাহ, জনগণকে উন্নত সেবাদান, কর্তৃপক্ষের দায়বদ্ধতা ও সাম্য বিরাজ করে তাই সুশাসন।

বিশ্বব্যাংক এর মতে, সুশাসন গঠিত হয় রাজনৈতিক জবাবদিহিতা, নিয়মিত নির্বাচন, শাসন ব্যবস্থায় সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের সুব্যবস্থাপনা, পেশাগত গোষ্ঠীর অংশগ্রহণ, আইনের শাসন, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, আমলাতান্ত্রিক জবাবদিহিতা, তথ্যের স্বাধীনতা, স্বচ্ছতা, সুদক্ষ ও ফলপ্রসূ প্রশাসনিক ব্যবস্থা এবং সুশীলসমাজ ও সরকারের সাথে সহযোগিতার ক্ষেত্র প্রসারিত করার মধ্য দিয়ে।

পরিশেষে বলা যায় যে, পৌরনীতি ও সুশাসন হলো এমন একটি সামাজিক বিজ্ঞান, যা রাষ্ট্রে নাগরিকদের অধিকার ও কর্তব্য, আচার-আচরণ এবং রাষ্ট্রের কার্যাবলী ও জবাবদিহিতা সম্পর্কে ধারাবাহিক পর্যালোচনা করে।

## ৬.৪.১ সমাজকর্মের সাথে পৌরনীতি ও সুশাসনের সম্পর্ক

আপাতদৃষ্টিতে পৌরনীতি ও সুশাসন এবং সমাজকর্মকে দুটি ভিন্ন প্রকৃতির সামাজিক বিজ্ঞান বলে মনে হলেও এদের সাথে সমাজকর্মের নিবিড় ও গভীর সম্পর্ক রয়েছে । নিম্নে সমাজকর্মের সাথে পৌরনীতি ও সুশাসনের সম্পর্ক তুলে ধরা হলো :

১। পৌরনীতি ও সুশাসনে রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিষয়াবলী এবং এর সাথে সাথে সরকারের নানামুখী কার্যাবলী নিয়ে আলোচনা করা হয়, যার লক্ষ্য জনকল্যাণ নিশ্চিত করা। অন্যদিকে, সমাজকর্মও তার বিভিন্ন সেবামূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে জনসাধারণের কল্যাণ অর্জনে প্রয়াসী। কাজেই জনকল্যাণমূলক উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের ভিত্তিতে দুইয়ের মধ্যে সম্পর্ক ঘনিষ্ট।

২। সমাজকর্মের নীতিমালার মধ্যে অন্যতম হলো ব্যক্তি স্বাধীনতার নীতি। আর এ জন্য সমাজকর্মীরা ব্যক্তির দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং অধিকার নিশ্চিত করার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করে থাকে। পৌরনীতি ও সুশাসন সমাজকর্মের অনুশীলনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে।
৩। আধুনিক সময়ে রাষ্ট্র মানেই কল্যাণরাষ্ট্র। কাজেই পৌরনীতি ও সুশাসনের জ্ঞান সমাজকর্মীদেরকে আধুনিক কল্যাণরাষ্ট্রের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে সম্যক ধারণা প্রদান করার মাধ্যমে কল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডের রূপরেখা প্রণয়নে সহায়তা করে।
৪। সমাজকর্মের লক্ষ্য হলো মানুষের বহুমুখী প্রয়োজন পূরণ। আর এই বহুমুখী প্রয়োজন পূরণের জন্য দরকার হয় বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা। পৌরনীতি ও সুশাসন মানুষের চাহিদা ও প্রয়োজন পূরণের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক প্রতিষ্ঠান নিয়ে আলোচনা করে। কাজেই পৌরনীতি ও সুশাসনের জ্ঞান সমাজকর্মের জন্য আবশ্যক।
৫। পৌরনীতি ও সুশাসন নাগরিকদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য আইন প্রণয়নে সহযোগিতা করে। সমাজকর্মও পরিবর্তন আনয়নের কৌশল হিসেবে আইন সংশোধন ও নতুন আইন প্রণয়নের লক্ষ্যে কাজ করে।
৬। পৌরনীতি ও সুশাসনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নেতৃত্ব, নেতার ধরন, আবির্ভাব, নেতৃত্বের গুণাবলী প্রভৃতি বিষয়। অপরদিকে সমাজকর্ম, বিশেষ করে দল সমাজ এবং সমষ্টি সংগঠন ও উন্নয়নের ক্ষেত্রেও নেতৃত্ব এক অতি গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়।

উপর্যুক্ত আলোচনা শেষে বলা যায় যে, সমাজকর্ম এবং পৌরনীতি ও সুশাসন ভিন্ন প্রকৃতির মনে হলেও জনকল্যাণে তাদের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। আবার উভয়ের সাথে কিছু বৈসাদৃশ্যও লক্ষণীয়। যেমন :
১। পৌরনীতি ও সুশাসন একটি তত্ত্বনির্ভর মৌলিক সামাজিক বিজ্ঞান। পক্ষান্তরে, সমাজকর্ম একটি ব্যবহারিক সামাজিক বিজ্ঞান।
২। সমাজকর্মের পরিধি পৌরনীতি ও সুশাসনের পরিধি অপেক্ষা বিস্তৃত।
৩। সমাজকর্ম পৌরনীতি ও সুশাসনকে একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচেনা করে। অন্যদিকে, পৌরনীতি ও সুশাসন এর ক্ষেত্রে রাষ্ট্রকে একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিচার করা যায়।
৪। পৌরনীতি ও সুশাসন সমাজকর্ম সম্পর্কিত নীতি নির্ধারণ করে। আর সমাজকর্ম তা সমাজসেবায় রূপান্তরিত করে।
৫। পৌরনীতি ও সুশাসন রাষ্ট্র ও নাগরিকদের নিরাপত্তা ও কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্য সরকার গঠন ও সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে। অন্যদিকে সমাজকর্ম বিভিন্ন সেবা কার্মসূচীর মাধ্যমে মানুষের উন্নয়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

## সারসংক্ষেপ

সমাজকর্ম এবং পৌরনীতি ও সুশাসনের মধ্যে যেমন পার্থক্য রয়েছে; তেমনি তাদের সম্পর্কও অত্যন্ত নিবিড়। পৌরনীতি ও সুশাসনের জ্ঞান রাষ্ট্র কাঠামোর আওতায় সমাজকর্মীদের প্রজ্ঞার সাথে পেশাগত দায়িত্ব পালনে সহায়তা করে। অর্থাৎ উভয়ের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। পৌরনীতির উদ্দেশ্য কী?
ক) জনগণের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করা খ) জনগণের ভোগের নিশ্চয়তা বিধান করা
গ) সুনাগরিকের গুণাবলী বিশ্লেষণ করা ঘ) সুষ্ঠু ও সুন্দর নগরব্যবস্থা গড়ে তোলা

২। সমাজকর্মের সাথে পৌরনীতি ও সুশাসনের পার্থক্য বিদ্যমান কারণ–
i. পৌরনীতি ও সুশাসন কেবল নগরিকতা বিষয় নিয়ে আলোচনা করে; অন্যদিকে সমাজকর্ম সাহায্যার্থীর সমস্যা সমাধান নিয়ে আলোচনা করে।
ii. সমাজকর্ম মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সমস্যা সমাধানে ব্যাপৃত; পৌরনীতি ও সুশাসন রাষ্ট্রের কার্যাবলী নিয়ে ব্যাপৃত
iii. পৌরনীতি ও সুশাসন সরকার গঠন নিয়ে ব্যাপৃত, অন্যদিকে সমাজকর্ম মানুষের কল্যাণ নিয়ে ব্যাপৃত।
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

# পাঠ-৬.৫ সমাজকর্ম ও অর্থনীতির মধ্যে সম্পর্ক (Relationship between Social Work and Economics)

## উদ্দেশ্য

**এই পাঠ শেষে আপনি–**

৬.৫.১ অর্থনীতির সংজ্ঞা প্রদান করতে পারবেন।

৬.৫.২ সমাজকর্মের সাথে অর্থনীতির সম্পর্ক আলোচনা করতে পারবেন।

## ৬.৫.১ অর্থনীতি কী?

অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড নিঃসন্দেহে মানুষের জীবনযাত্রার এক অপরিহার্য ও অবিচ্ছেদ্য অংশ। সেই আদিমকাল থেকেই অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায় এবং বর্তমানে সামাজিক বিজ্ঞান হিসেবে অর্থনীতি সমাজ উন্নয়ন ও মানবকল্যাণে প্রত্যাশী। মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের পরিবর্তন এবং গতিশীলতার কারণেই সামাজিক পরিবর্তনের ধারায় আজকের দিনের সমাজ ব্যবস্থার সৃষ্টি। আর সামাজিক পরিবর্তনের সাথে সামঞ্জস্যবিধানে এবং পরিকল্পিত সমাজ গঠনের একটি বিশেষ রূপ অর্থনীতি। মূলত সামাজিক বিজ্ঞানের একটি শাখা হিসেবে অর্থনীতি সমাজস্থ মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড নিয়ে পর্যালোচনা করে।

মার্শাল এর মতে, অর্থনীতি মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ কার্যাবলী পর্যালোচনা করে।

অধ্যাপক পিগু বলেন, সামাজিক কল্যাণের যে অংশ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অর্থের দ্বারা পরিমাপ করা যায় তার আলোচনা করাই অর্থনীতির কাজ।

এল. রবিনস এর মতে, অর্থনীতি এমন এক বিজ্ঞান, যা মানুষের অসীম অভাব এবং বিকল্প ব্যবহারযোগ্য সীমিত সম্পদের মধ্যে সম্পর্ক বিষয়ক মানব আচরণ সম্বন্ধে আলোচনা করে।

সুতরাং, অর্থনীতি এমন একটি সামাজিক বিজ্ঞান, যা মানুষের কল্যাণ সাধনে অসীম অভাব এবং সীমিত সম্পদের বিকল্প ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করে।

## ৬.৫.২ সমাজকর্ম ও অর্থনীতির সম্পর্ক

সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে অর্থনীতি মানুষকে উন্নত জীবন লাভে সহায়তা করে। সমাজকর্মও নিজস্ব সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে সাহায্যার্থীকে সমস্যার সমাধানের সাহায্য করে উন্নত জীবনযাপনে সহায়তা করে তাই সমাজকর্ম ও অর্থনীতি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। যেমন :

১। উদ্দেশ্যগত দিক থেকে সমাজকর্ম ও অর্থনীতির মধ্যে গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান। সমাজকর্ম ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির সমস্যা সমাধানে প্রয়াসী। এজন্য সমাজকর্ম সীমিত সম্পদের সর্বোত্তম ও সর্বোচ্চ ব্যবহারের উপর গুরুত্ব দেয় যাতে সমস্যার স্থায়ী সমাধান হয়। অন্যদিকে অর্থনীতিও সীমিত সম্পদ ও অসীম চাহিদা নিয়ে আলোচনা করে যা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি আনয়নের জন্য উপযোগী।

২। সমাজকর্ম ও অর্থনীতির লক্ষ্য হলো সুখী, সমৃদ্ধ ও উন্নত সমাজ গড়ে তোলা। এক্ষেত্রে সমাজকর্ম বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করে সমস্যা সমাধান ও প্রয়োজন পূরণে সচেষ্ট হয়। অন্যদিকে অর্থনীতিও মানুষের নিজস্ব সম্পদ দ্বারা আর্থ-সামাজিক সমস্যা সমাধানে ভূমিকা পালন করে।

৩। মৌলিক ও মানবিক চাহিদা পূরণে সমাজকর্ম ও অর্থনীতি উভয়ই বিশেষ ভূমিকা পালন করে। মৌলিক ও মানবিক চাহিদা থেকে অধিকাংশ সামাজিক সমস্যার জন্ম হয়। আর এই সমস্যা সমাধান অর্থনৈতিক প্রচেষ্টা ছাড়া সম্ভব নয়। সমাজকর্মীরাও তাদের নিজস্ব কৌশল প্রয়োগ করে এ সমস্যা সমাধানে প্রয়াস চালায়।

৪। সমাজকর্ম ও অর্থনীতি উভয়ই স্বাবলম্বন নীতিতে বিশ্বাসী। সমাজকর্ম ও অর্থনীতি প্রাপ্ত বস্তুগত ও অবস্তুগত সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার ও সুসম বণ্টনের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে। সুতরাং নীতিগত দিক থেকে এই দুইয়ের সম্পর্ক রয়েছে।

৫। কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সমাজকর্ম ও অর্থনীতির সম্পর্ক গভীর। কেননা সমাজকর্ম ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির প্রতিভার বিকাশ সাধনে সহায়তা করে এবং স্বাবলম্বী করে গড়ে তুলে। আর বেকারত্ব ও কর্মসংস্থান নিয়ে অর্থনীতির ব্যাপকভাবে আলোচনা করে।

৬। জীবনমান উন্নয়নে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, প্রশিক্ষণ প্রভৃতি বিষয়ে নানা কর্মসূচি পরিচালনার মাধ্যমে উভয়ই মানুষের জীবনযাত্রা উন্নয়নে সাহায্য করে।

৭। কল্যাণমুখী ও বিকাশধর্মী অর্থনীতির আবির্ভাবের ফলে অর্থনীতি ও সমাজকর্মের সম্পর্ক আরও গভীর হয়েছে। বর্তমানে অর্থনীতি একদিকে সমস্যা বিশ্লেষণ করে; অন্যদিকে মানবকল্যাণে অর্থনীতির সম্পৃক্ততার কারণে সমাজকর্মের সম্পর্ক বেড়েই চলেছে।

সুতরাং বলা যায়, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের ভিত্তিতে উভয়ই পরস্পর নির্ভরশীল। যে কোনো সমস্যা সমাধানে এবং সামাজিক উন্নয়নে অর্থনীতি মূল নির্ধারক হিসেবে কাজ করে। তাই সমাজকর্ম অর্থনীতিকে বাদ দিয়ে অগ্রসর হতে পারে না।

অর্থনীতি ও সমাজকর্মের মধ্যে বেশ কিছু পার্থক্য রয়েছে। যেমন :

১। সমাজকর্মের পরিধি অর্থনীতির পরিধির চেয়ে ব্যাপক।

২। অর্থনীতি মৌলিক বা তাত্ত্বিক সামাজিক বিজ্ঞান। সমাজকর্ম অনুশীলনধর্মী সামজিক বিজ্ঞান।

৩। অর্থনীতি বস্তুগত চাহিদা নিয়ে আলোচনা করে। অন্যদিকে সমাজকর্ম অবস্তুগত দিক নিয়েও আলোচনা করে।

৪। অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোন থেকেই অনেক ক্ষেত্রে অর্থনীতির আলোচনা সীমাবদ্ধ, কিন্তু সমাজকর্ম সমস্যা সমাধানে বহুমুখী দৃষ্টিভঙ্গির অবতারণা করে।

৫। সমাজকর্ম যতটা কল্যাণমুখী অর্থনীতি সকল ক্ষেত্রে ততটা কল্যাণমুখী নাও হতে পারে।

## সারসংক্ষেপ

সমাজকর্ম ও অর্থনীতির সুস্পষ্ট পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও সমাজ ও মানুষের কল্যাণে উভয়ের ভূমিকা অত্যন্ত জোরালো। সমাজকর্মের লক্ষ্য অর্জন অর্থনীতি ছাড়া সম্ভব নয়। অপরদিকে কল্যাণ অর্থনীতির চিন্তাধারা ছাড়া সমস্যা সমাধান সম্ভব নয়। যেহেতু অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমেই সামাজিক উন্নয়ন সম্ভব তাই যে কোনো সমস্যা সমাধানে দুইয়ের মিশ্রণ অত্যাবশক।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। সমাজকর্ম ও অর্থনীতি সম্পর্কযুক্ত কেন?
- ক) উভয়ই নাগরিকদের দায়িত্ব কতর্ব্য সম্পর্কে জ্ঞান দেয়
- খ) উভয়ই সামাজিক বিজ্ঞান
- গ) উভয়ই মানুষের মনো-সামাজিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে
- ঘ) উভয়ই মানুষের উৎপত্তি ক্রমবিকাশ নিয়ে আলোচনা করে

২। অর্থনীতি ও সমাজকর্মকে একই সূত্রে আবদ্ধ করেছে কোনটি?
- ক) কল্যাণমূলক অর্থনীতি
- খ) অর্থনৈতিক পরিকল্পনা
- গ) ব্যাষ্টিক অর্থনীতি
- ঘ) ইসলামিক অর্থনীতি

## পাঠ-৬.৬ সমাজকর্ম ও জনবিজ্ঞানের মধ্যে সম্পর্ক (Relationship between Social Work and Demography)

### উদ্দেশ্য

**এই পাঠ শেষে আপনি–**

৬.৬.১ জনবিজ্ঞানের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

৬.৬.২ সমাজকর্মের সাথে জনবিজ্ঞানের সম্পর্ক আলোচনা করতে পারবেন।

### ৬.৬.১ জনবিজ্ঞানের ধারণা

জনবিজ্ঞানের উদ্ভব হয়েছে অতি সাম্প্রতিককালে। এটি সামাজিক বিজ্ঞানের একটি শাখা। জনবিজ্ঞান ইংরেজি প্রতিশব্দ Demography । এটি গ্রিকশব্দ Demos এবং Graphia থেকে এসেছে, যার অর্থ যথাক্রমে জনসংখ্যা ও লিখন বা বিবরণ। অতএব জনবিজ্ঞানের আভিধানিক অর্থ দাঁড়ায় জনসংখ্যার বিবরণ বা লিখন। সুতরাং জনবিজ্ঞান হলো জনসংখ্যা সম্পর্কিত বিজ্ঞান।

সমাজকর্ম অভিধান অনুযায়ী, জনসংখ্যার বিভিন্ন চলক এবং বৈশিষ্ট্য সম্পর্কিত সুসংঘবদ্ধ অনুসন্ধানকে জনবিজ্ঞান বলে। ডেভিড জেরি এবং জুলিয়া জেরি সম্পাদিত *Couins Dictionary of Sociology* এর সংজ্ঞানুযায়ী, জনবিজ্ঞান হলো পরিধি ও কাঠামোর পরিপ্রেক্ষিতে জনসংখ্যার পরিসংখ্যানগত অধ্যয়ন। জনসংখ্যার লিঙ্গ, বয়স, বৈবাহিক মর্যাদা, নৃ-তাত্ত্বিক ধারা এবং মৃত্যুহার, জন্মহার এবং স্থানান্তরের পরিপ্রেক্ষিতে জনসংখ্যার সুশৃঙ্খল পরিসংখ্যানগত অধ্যয়ন হলো জনবিজ্ঞান।

পরিশেষে বলা যায় যে, জনবিজ্ঞান হলো জনসংখ্যার আকার, গঠন এবং স্থানীয় বণ্টণের গাণিতিক ও পরিসংখ্যানগত বিশ্লেষণ। অর্থাৎ জনসংখ্যা ও জনসংখ্যার উপাদান নিয়েই জনবিজ্ঞানের আলোচনা।

### ৬.৬.২ সমাজকর্ম ও জনবিজ্ঞানের সম্পর্ক

বর্তমান বিশ্বে জনসংখ্যা বৃদ্ধি একটি অন্যতম সামাজিক সমস্যা। এই সমস্যা সমাধানে সমাজকর্মীর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আবার এ সমস্যা সমাধানের জন্য সমাজকর্মীদের জনসংখ্যার গতি-প্রকৃতি সংক্রান্ত জ্ঞান অর্জনের জন্য জনবিজ্ঞান পাঠের কোনো বিকল্প নেই। বিধায় এ দুইটি বিষয় গভীর সম্পর্কে সম্পর্কিত। নিম্নে এই দুইয়ের সম্পর্ক আলোচনা করা হলো :

**১। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ :** সমাজকর্মের অন্যতম অনুশীলন ক্ষেত্রে হলো জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ। এজন্য তারা পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি বাস্তবায়নে নিয়োজিত রয়েছেন। আর এই কর্মসূচিতে কাজ করতে হলে সমাজকর্মীকে জনবিজ্ঞানের জ্ঞান থাকতে হবে।

**২। সামাজিক সমস্যা সমাধান :** পেশাদার সমাজকর্ম সামাজিক সমস্যা সমাধানে কাজ করে। জনসংখ্যা আবর্তিত সমস্যাগুলো সমাধানে সমাজকর্মীদের জনবিজ্ঞান এর জ্ঞান অত্যন্ত জরুরি।

**৩। জনসংখ্যা বিষয়ক নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়ন :** জনবিজ্ঞানের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে জনসংখ্যা সম্পর্কিত বিভিন্ন তত্ত্ব। সমাজকর্মীরা এসব তাত্ত্বিক জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে জনসংখ্যা বিষয়ক বিভিন্ন নীতি, পরিকল্পনা ও কর্মসূচি প্রণয়ন করতে পারে।

**৪। সমাজকল্যাণ কার্যক্রম :** বিভিন্ন সমাজকল্যাণমূলক কর্মসূচি সম্পাদনে জনবিজ্ঞান পরোক্ষভাবে সহায়তা করে। শিশুকল্যাণ, যুবকল্যাণ, নারীকল্যাণ, প্রবীণকল্যাণ, সমষ্টি উন্নয়ন প্রভৃতি ক্ষেত্রে সমাজকর্মীদের কার্যক্রম বিস্তৃত। আর এই সকল বিষয় সম্পর্কে সুস্পষ্ট তথ্য পেতে জনবিজ্ঞানের সহায়তা দরকার হয়।

**৫। সমাজকর্ম অনুশীলনে বিশেষ জ্ঞান :** বর্তমান বিশ্বে সমাজকর্মীরা বিবাহপূর্ব পরামর্শ দান, গর্ভধারণে পরামর্শ দান, গর্ভনিরোধ তথ্যব্যবস্থা এবং সেগুলোর সুবিধা-অসুবিধা ইত্যাদি ক্ষেত্রে অনুশীলন করে। জনবিজ্ঞানের জ্ঞান ব্যতীত এসব ক্ষেত্রে সমাজকর্ম অনুশীলন সম্ভব নয়।

### সমাজকর্ম ও জনবিজ্ঞানের পার্থক্য

১. জনবিজ্ঞান জনসংখ্যার সাথে সংশ্লিষ্ট তাত্ত্বিক বিষয় নিয়ে বিশ্লেষণ করে। কিন্তু সমাজকর্ম একটি অনুশীলনধর্মী ব্যবহারিক বিজ্ঞান। সমাজকর্মের মূল আলোচ্য বিষয় মানুষ, সমস্যা ও সমাধান।

২. জনবিজ্ঞানের তুলনায় সমাজকর্মের পরিধি ব্যাপক। জনবিজ্ঞান মানুষের গঠন, আকৃতি-প্রকৃতি প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা করে। অন্যদিকে সমাজকর্ম মানুষের সার্বিক দিক নিয়ে আলোচনা করে।

৩. সমাজকর্ম সমস্যা বিশ্লেষণে বহুমুখী দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে। আর জনবিজ্ঞান এ ক্ষেত্রে বহুমুখী দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ নাও করতে পারে।

৪. সমাজকর্মের মূল আলোচ্য বিষয় মানুষ, সমস্যা ও সমাধান। আবার মানুষের সমস্যা সমাধানের জন্য সমাজকর্মীদের জনসংখ্যার গতি-প্রকৃতি সংক্রান্ত জ্ঞান অর্জনের জন্য জনবিজ্ঞান পাঠের কোনো বিকল্প নেই । বিধায় এ দু'টি বিষয় গভীর সম্পর্কে সম্পর্কিত ।

পরিশেষে বলা যায় যে, সমাজকর্ম ও জনবিজ্ঞানের মধ্যেকার সম্পর্ক গভীর। জনসংখ্যাকে সম্পদে রূপান্তরের জন্য এবং সমাজের কল্যাণের কাজে ব্যবহার করার জন্যই জনবিজ্ঞানের আবির্ভাব ঘটেছে। তাই সমাজকর্মের অনুশীলনে জনবিজ্ঞানের জ্ঞান অর্থবহ ভূমিকা পালন করে।

## সারসংক্ষেপ

সমাজকর্ম ব্যক্তি, পরিবার ও সমষ্টির উন্নয়নে কাজ করে। এ ধরনের কাজ করতে গিয়ে সমাজকর্মীদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জনবিজ্ঞানের জ্ঞানের উপর নির্ভরশীল হতে হয়। আবার এই দুইয়ের লক্ষ্য উদ্দেশ্য হলো সমাজের সার্বিক কল্যাণ সাধন করা। মানবসম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে বিভিন্ন সমস্যার সমাধানকল্পে জনবিজ্ঞানের জ্ঞান সমাজকর্ম অনুশীলনে আবশ্যক।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। জনবিজ্ঞান মূলত কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা করে?
ক) মানুষ খ) জনসংখ্যা
গ) সমাজ ঘ) মানুষের মৃত্যু সংখ্যা

২। সমাজকর্ম ও জনবিজ্ঞান পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। কারণ–
i. উভয়ই সামাজিক বিজ্ঞান
ii. উভয়ই ব্যবহারিক বিজ্ঞান হিসেবে স্বীকৃত
iii. উভয়ই জনসংখ্যা তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

## পাঠ-৬.৭ সমাজকর্ম ও চিকিৎসা পেশার মধ্যে সম্পর্ক (Relationship between Social Work and Medical Profession)

### উদ্দেশ্য

**এই পাঠ শেষে আপনি–**

৬.৭.১ চিকিৎসা পেশা সম্পর্কে বলতে পারবেন।
৬.৭.২ সমাজকর্ম ও চিকিৎসা পেশার সম্পর্ক আলোচনা করতে পারবেন।

### ৬.৭.১ চিকিৎসা পেশা কী?

চিকিৎসা পেশা বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও দক্ষতাভিত্তিক অনুশীলন ধর্মী একটি পেশা। যার লক্ষ্য হলো জাতি-ধর্ম-বর্ণ-শ্রেণি-বয়স-নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলকে জন্য মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের মাধমে সুস্থ জীবনযাপনে সক্ষম করে তোলা। চিকিৎসা পেশার উৎপত্তি ও বিকাশ ঘটেছে মানবসেবার দর্শনের উপর ভিত্তি করে। রোগ প্রতিরাধ ও প্রতিকারের উপর ভিত্তি করে চিকিৎসা পেশার অগ্রযাত্রা শুরু হয়, এবং নির্দিষ্ট জ্ঞান, দক্ষতা ও অনুশীলনের মাধ্যমেই পেশা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। চিকিৎসা পেশায় মানুষের শারীরিক ও মানসিক দিক বিশেষ করে শারীরিক দিককে প্রাধান্য দিয়ে রোগী সেবায় আত্মনিয়োগ করা যায়। এক্ষেত্রে উন্নত প্রযুক্তি ও আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার করা হয়। চিকিৎসা পেশা ল্যাবরেটরিভিত্তিক, গবেষণানির্ভর এবং নিজস্ব জ্ঞানে পরিচালিত হয়।

তাই বলা যায় চিকিৎসা পেশা আধুনিক যুগে শারীরিক রোগের সমাধানের পাশাপাশি রোগীর মানসিক, সামাজিক ও পারিবারিক কারণ বিবেচনা করে চিকিৎসা প্রদান করে থাকে। আর রোগীর মনো-সামাজিক অনুধ্যান ও সমস্যা নির্ণয়ে সরাসরি সমাজকর্ম মনো-চিকিৎসা পেশার সহায়তা নিয়ে থাকে। তাই বর্তমানে সমাজকর্মের সাথে চিকিৎসা পেশার সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর।

### ৬.৭.২ সমাজকর্ম ও চিকিৎসা পেশার সম্পর্ক

সমাজকর্ম ও চিকিৎসা পেশা উভয়ই মানবসেবামূলক পেশা। মানবসেবার দর্শনের ভিত্তিতে উভয় পেশার জন্ম হয়েছে। উভয় পেশাতেই সমস্যা বা রোগের প্রতিকার ও প্রতিরোধের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়। উভয় পেশাতেই জনসেবার মান উন্নয়ন এবং নতুন নতুন সমস্যার সমাধানে গবেষণার প্রতি গুরুত্ব দেয়া হয়। চিকিৎসা এবং সমাজকর্ম দুটি পেশাই বৈজ্ঞানিক জ্ঞান এবং দক্ষতানির্ভর এবং দুটি পেশাতেই ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের প্রয়োজন হয়। এ দুটি পেশার ক্ষেত্রেই ক্ষেত্রভিত্তিক অনুশীলনের জন্য বিশেষজ্ঞদের আওতায় কাজ করতে হয়। চিকিৎসা পেশাও বর্তমানে রোগীকল্যাণের জন্য সমাজকর্মের ন্যায় রোগীর পারিবারিক ও সামাজিক কারণ বিবেচনা করে শারীরিক চিকিৎসা প্রদান করে থাকে। এক্ষেত্রে এক পেশা অন্য পেশাকে অনুশীলনগত পূর্ণতায় সাহায়তা করে থাকে। এখন সকল

শারীরিক চিকিৎসা কেন্দ্রে চিকিৎসা সমাজকর্মী এবং মানসিক হাসপাতালসমূহে মনোচিকিৎসা সমাজকর্মী নিয়োগ দেওয়া হয়ে থাকে। আবার অনেক সমাজকর্ম প্রতিষ্ঠানেই শারীরিক ও মানসিক পেশায় চিকিৎসক নিয়োগ দেওয়া হয়ে থাকে। সমাজকর্মের সাথে চিকিৎসা পেশার সম্পর্ক তাই গভীর। চিকিৎসা পেশার অনুকরণেই ব্যক্তি সমাজকর্মের সমস্যা নিরূপন ও সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়ার নামকরণ করা হয়েছে। আবার সমাজকর্মের ক্লিনিক্যাল সোশ্যালওয়ার্ক প্যারাডাইম ধারণাটিও চিকিৎসা পেশাকে সহায়তার জন্য উদ্ভব হয়েছে।

সমাজকর্ম ও চিকিৎসা পেশা অনুশীলনের ক্ষেত্রে কিছু সাধারণ নীতিমালা ও মূল্যবোধ অনুসরণ করা হয়ে থাকে। যেমন– ব্যক্তির মূল্য ও মর্যাদার স্বীকৃতি, সমান সুযোগ, গোপনীয়তা রক্ষা ইত্যাদি। এছাড়াও সমাজকর্ম পেশায় মানব আচরণের জৈবিকভিত্তি সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জনে চিকিৎসা পেশা নানাভাবে সহায়তা করে। স্নায়ুতন্ত্র, গ্রন্থিতন্ত্র, পুষ্টি, বিপাক, শিশুর গর্ভকালীন ও জন্ম পরবর্তী বিকাশ সম্পর্কিত গবেষণালব্ধ তথ্যাবলী চিকিৎসা পেশা হতেই সংগৃহীত হয়েছে। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে উভয় পেশার কিছু মৌলিক পার্থক্য রয়েছে যা নিম্নরূপ :

১। সমাজকর্ম মানুষের সামগ্রিক কল্যাণ সাধন করে। চিকিৎসা পেশা শুধুমাত্র মানুষের শারীরিক ও মানসিক সমস্যার সমাধান দেয়।

২। সমাজকর্ম ব্যবহারিক সামাজিক বিজ্ঞান আর চিকিৎসা পেশা ব্যবহারিক জীববিজ্ঞান।

৩। সমাজকর্ম পেশায় ব্যক্তির সাথে পেশাগত সম্পর্ক স্থাপনকে গুরুত্ব দেয়; কিন্তু চিকিৎসা পেশায় এরকম সম্পর্ক স্থাপিত হয় না।

৪। সমাজকর্ম পেশা একটি সমন্বিত সামাজিক বিজ্ঞান। চিকিৎসাপেশা মনো-দৈহিক সুস্থতা নির্ভর একটি সমন্বিতপেশা।

সুতরাং একথা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান যে, উভয় পেশাকেই নির্দিষ্ট জ্ঞান, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার প্রয়োজন রয়েছে এবং সমস্যা সমাধানে উভয় পেশার গুরুত্ব অত্যন্ত কার্যকরী ও গুরুত্বপূর্ণ।

## সারসংক্ষেপ

চিকিৎসা পেশা ও সমাজকর্মের মধ্যে প্রয়োগ, অনুশীলন, প্রকৃতিগত কিছু পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও উভয় পেশাই সামগ্রিকভাবে কল্যাণমুখী। এই দুটি পেশায় সেবাধর্মী কাজে বিজ্ঞানসম্মত উপায় অবলম্বন করে মানবকল্যাণ নিশ্চিত করতে যথেষ্ট ও বদ্ধপরিকর।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৭

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। আলাউদ্দিন সাহেব তার গ্রামের সকল মানুষের সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণের লক্ষ্যে একটি পেশা গ্রহণ করেন। উক্ত পেশা নিচের যেটিকে নির্দেশ করে–

i. সাংবাদিকতা ii. চিকিৎসা iii. সমাজকর্ম

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

২। সমাজকর্ম ও চিকিৎসা পেশা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত এর যথার্থ কারণ হলো–

ক) উভয়ই সামাজিক নীতি প্রণয়নে ভূমিকা রাখে

খ) উভয়েই এককভাবে সমাজের অপ্রত্যাশিত অবস্থা দূর করে

গ) উভয়েই নির্দিষ্ট জ্ঞান, দক্ষতা অনুশীলন করে মানবসেবায় নিয়েজিত

ঘ) উভয়ই সামাজিক বিজ্ঞানের অন্তর্গত বিজ্ঞান

# পাঠ-৬.৮ সমাজকর্ম ও আইন পেশার মধ্যে সম্পর্ক (Relationship between Social Work and Legal Profession)

## উদ্দেশ্য

**এই পাঠ শেষে আপনি–**

৬.৮.১ আইন পেশা কী তা বলতে পারবেন।

৬.৮.২ সমাজকর্ম ও আইন পেশার সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

## ৬.৮.১ আইন পেশা কী?

আইনের সাথে মানবাধিকার ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার সম্পর্ক রয়েছে। আইন পেশা আইনগত অধিকার ভোগের প্রতিবন্ধকতা বা অন্তরায় মোকাবিলায় সাহায্য করে। ব্যক্তি যাতে রাষ্ট্রীয় বিধিবিধানের আওতায় কর্তব্য পালনের মাধ্যমে অধিকার ভোগ করতে পারে আইন পেশা সেজন্য সহায়তা করে। আইন পেশার প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো সংশ্লিষ্ট সেবাপ্রার্থী সরাসরি পেশাদার ব্যক্তির নিকট সেবার জন্য যোগাযোগ করতে পারেন। আইন পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তিরা সেবাগ্রহীতার পক্ষে আইনগত সহায়তা করে থাকেন। সুতরাং বলা যায় আইনের সঠিক প্রয়োগ, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, অন্যায়কারীর শাস্তি বিধান এবং অত্যাচারিতদের রক্ষা ও সেবায় নিয়োজিত পেশাকে আইন পেশা বলে।

## ৬.৮.২ সমাজকর্ম ও আইন পেশার সম্পর্ক

সমাজকর্ম ও আইন পেশার সম্পর্ক সুগভীর। কেননা উভয় পেশায় যুক্তি ও নিয়ম-শৃঙ্খলার মাধ্যমে সাহায্যার্থীকে সামাজিক ভূমিকা পালনে সচেষ্ট করা হয়। সমাজকর্মের পেশাগত দৃষ্টিভঙ্গি হলো কতগুলো নৈপূণ্যের সাহায্যে সেবাগ্রহীতাদের দায়িত্ব পালনে উদ্বুদ্ধ করা এবং সমস্যা সমাধানে চেষ্টা করা। সমাজকর্মের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ দক্ষ এবং বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। কতগুলো সুনির্দিষ্ট মানদণ্ড এবং নৈতিক ভিত্তির উপর নির্ভর করে মানুষের সেবায় সমাজকর্ম নিয়োজিত। সমাজকর্মের আদর্শ হলো সেবাগ্রহীতার ব্যক্তিগত মূল্য ও মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখা এবং আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার প্রদান। সেবাদান পরিকল্পনায় ব্যক্তির মতামতকে প্রাধান্য দেওয়া যায়। আইন পেশাগত দক্ষতানির্ভর এবং সুনির্দিষ্ট মানদণ্ড মেনে চলে।

আইন ও সমাজকর্ম উভয়েই মানবসেবায় নিয়োজিত। পেশাগত সমাজকর্মের ক্ষেত্রে আইন হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে। কেননা এর মাধ্যমে সামাজিক নীতি বাস্তবায়ন করে সমাজের অর্থপূর্ণ কল্যাণ নিশ্চিত করা হয়। সমাজকর্মীরা এখানে নীতি বাস্তবায়নকারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। আইন মানবকল্যাণের উপযোগী পরিবেশ গড়ে তোলে এবং সরকার ও জনগণের মধ্যে সকল প্রকার ভূল বোঝাবুঝির অবসান ঘটিয়ে কল্যাণকামী রাষ্ট্রের সুচনায় সাহায্য করে। আইনের লক্ষ্য হলো সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং সাধারণ মানুষের স্বার্থ সংরক্ষণ করা, যা প্রকারান্তরে সমাজকর্মের বৃহত্তর লক্ষ্য হিসেবে কাজ করে। আধুনিক যুগে সেবাকে অর্থপূর্ণ করার জন্য বিভিন্ন সংশোধন কেন্দ্রে, বিশেষ করে কিশোর সংশোধনী কর্মসূচিতে, সমাজকর্মীরা কাজ করেন। সংশোধনমূলক সেবায় আইনজীবীরাও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। অপরদিকে, আইন পেশায় যারা নিয়োজিত থাকেন তাদের জনগণের সেবায় উদ্বুদ্ধকরণে সমাজকর্মীগণ কাজ করেন। তাই সমাজকর্ম হলো আইন পেশা ও সেবাগ্রহীতাদের মধ্যকার সমঝোতামূলক এক ধরনের সেবা। সমাজের ক্ষতিকর পরিস্থিতির মোকাবিলা, সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা এবং সর্বোপরি আইন প্রতিষ্ঠায় কল্যাণরাষ্ট্রের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করা সমাজকর্ম এবং আইন পেশার অন্যতম লক্ষ্য।

পরিশেষে বলা যায় যে, আইন পেশা ও সমাজকর্ম পরস্পর নির্ভরশীল ও সম্পর্কযুক্ত পেশা। সমাজের প্রচলিত ক্ষতিকর পরিস্থিতির মোকাবিলা, অসহায় ও সুবিধাবঞ্চিত শ্রেণির স্বার্থ সংরক্ষণ, সামগ্রিক সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা, সর্বোপরি মানবাচরণ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে একটি সুশৃঙ্খল ও স্থিতিশীল সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করাই সমাজকর্ম ও আইন পেশার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

## সারসংক্ষেপ

মানবাধিকার এবং সামাজিক ন্যায়বিচার সমাজকর্মের মৌলিক ভিত্তি। আইনগত কাঠামোর আওতায় আইনের শাসনের মাধ্যমে মানবাধিকার ও সামজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়। দুটি পেশারই প্রধান ও অন্যতম লক্ষ্য হলো সামাজিক কুপ্রথা, অন্যায় অবিচার ও কুসংস্কার দূরীকরণের মাধ্যমে সুন্দর সমাজ গড়ে তোলা।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৮

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় নিচের কোন পেশাটি সরাসরি সম্পৃক্ত?
ক) আইন পেশা খ) সাংবাদিকতা
গ) সমাজকর্ম ঘ) চিকিৎসা পেশা

২। সংশোধনমূলক কর্মসূচির আওতায় সমস্যাগ্রস্তদের পূনর্বাসনে সহায়তা করে–
i. আইন পেশা ii. সমাজকর্ম iii. চিকিৎসা পেশা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

## পাঠ-৬.৯ সমাজকর্ম ও সাংবাদিকতার মধ্যে সম্পর্ক (Relationship between Social Work and Journalism)

### উদ্দেশ্য

**এই পাঠ শেষে আপনি–**

৬.৯.১ সাংবাদিকতা কী তা বলতে পারবেন।
৬.৯.২ সমাজকর্ম ও সাংবাদিকতার সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

### ৬.৯.১ সাংবাদিকতা কী?

সমাজকর্ম এমন এক ধরনের পেশা, যা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জ্ঞান ও দক্ষতা প্রয়োগের মাধ্যমে মানুষের বহুমুখী সমস্যার সমাধান করে। পক্ষান্তরে সাংবাদিকতার মাধ্যমে সংবাদপত্র ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় সমাজের সার্বিক চিত্রের পরিস্ফুটন ঘটে। আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর জটিল সমাজ ব্যবস্থায় দুটি পেশারই প্রসারতা ও গতিশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। Oxford Advanced Learner's Dictionary অনুযায়ী সংবাদপত্র, সাময়িকী, রেডিও এবং টেলিভিশনের জন্য সংবাদ সংগ্রহ এবং লেখার কাজকে বলা হয় সাংবাদিকতা।

সুতরাং বলা যায় সাংবাদিকতা হলো সাম্প্রতিক ঘটনার উপর তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করে বিভিন্ন গণমাধ্যমে যেমন– পত্রিকায় ও ম্যাগাজিনে লেখা অথবা রেডিও এবং টেলিভিশনে সংবাদ সম্পাদনা ও প্রকাশ করা। ব্যাপক অর্থে জনসংযোগ কর্মী এবং গণযোগাযোগের সাথে সম্পৃক্ত পেশাজীবী ব্যক্তিদের কাজকে সাংবাদিকতা শব্দ দ্বারা সংজ্ঞায়িত করা যায়। সমাজের অনিয়ম, অপরাধ ও দুর্নীতির মূলোৎপাটন করে একটি সুখী ও সমৃদ্ধ সমাজ নির্মাণে সাংবাদিকতার গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

### ৬.৯.২ সমাজকর্ম ও সাংবাদিকতার সম্পর্ক

সমাজকর্ম মূলত একটি সাহায্যকারী পেশা। সমাজকর্ম ও সাংবাদিকতা উভয়েরই উৎপত্তি ও বিকাশ ঘটেছে মানব সেবার দর্শনের উপর ভিত্তি করে। উভয় পেশাতে বিজ্ঞানভিত্তিক জ্ঞান, দক্ষতা ও বাস্তবমুখী অনুশীলনের প্রয়োজন হয়। এজন্য উভয় পেশায় নিয়োজিত হতে হলে নির্দিষ্ট মেয়াদী ও সুনির্দিষ্ট সিলেবাসভিত্তিক তাত্ত্বিক জ্ঞান অর্জন করতে হয়। বর্তমানে বহু সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিকতা ও সমাজকর্ম বিভাগ চালু রয়েছে। তাত্ত্বিক জ্ঞান অর্জনের পর যেমন শিক্ষানবিস সমাজকর্মীদের ব্যবহারিক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করতে হয়, তেমনি সাংবাদিকতা পেশায় সাংবাদিকদের শিক্ষানবিস সাংবাদিক হিসেবে কাজ করতে হয়। উভয় পেশাতে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা যেমন– ব্যক্তির মূল্য ও মর্যাদার স্বীকৃতি, ব্যক্তি স্বাধীনতা, আত্ম-নিয়ন্ত্রণ অধিকার, গোপণীয়তা সংরক্ষণ, সবার জন্য সমান সুযোগ, সামাজিক দায়িত্ববোধ, পেশাগত জবাবদিহিতা ইত্যাদি মেনে চলতে হয়। সমাজকর্ম পেশায় সমস্যার প্রকৃতি অনুযায়ী যেমন– চিকিৎসা সমাজকর্ম, স্কুল সমাজকর্ম, সংশোধনমূলক কার্যক্রম, শিশু ও নারীকল্যাণ প্রভৃতি বিদ্যমান। তেমনি সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে ঘটনা ও তথ্যের প্রকৃতি অনুযায়ী কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা, অপরাধ, রাজনীতি, অর্থনীতি খেলাধুলা প্রভৃতি বিভাগ/শাখা চালু রয়েছে।

সমাজকর্মের সহায়ক পদ্ধতি হলো সমাজকর্ম গবেষণা। সমাজকর্ম গবেষণার প্রাসঙ্গিক সাহিত্য পর্যালোচনার একটি মাধ্যম হতে পারে সংবাদপত্র। সাংবাদপত্র সামাজিক সমস্যাকেন্দ্রিক গবেষণার জন্য সমস্যা নির্বাচন এবং ফলাফল প্রকাশের একটি মাধ্যম। এছাড়াও সাংবাদিকতা ও সমাজকর্মের সম্পর্কের ক্ষেত্রে সমাজকর্মের সহায়ক পদ্ধতি সামাজিক কার্যক্রম এর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। কেননা সামাজিক কার্যক্রম পরিচালনা, সামাজিক নীতি প্রণয়ন এবং পরিকল্পিত পরিবর্তন আনয়নের পরিবেশ তৈরিতে সংবাদপত্র যুক্তিসম্মত তথ্যাদি সরবরাহ করে। সমাজে প্রচলিত ক্ষতিকর সামাজিক প্রথা ও অনাচারের বিরুদ্ধে জনমত গঠন সামাজিক কার্যক্রমের অন্যতম লক্ষ্য আর এসব লক্ষ্যার্জনে সাংবাদিকতা কার্যকর ভূমিকা পালন করে। পরিশেষে বলা যায়, সমাজকর্ম ও সাংবাদিকতা দুটি পেশায়ই সমাজ উন্নয়নের ক্ষেত্রে একে অপরের সহায়ক ও পরিপূরক।

## সারসংক্ষেপ

সমাজকর্ম পেশা মূলত একটি সাহায্যকারী পেশা যা সর্বজন স্বীকৃত। সংবাদপত্র প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করে এই পেশাকে আরও সমৃদ্ধ করেছে। সমাজকর্ম ও সাংবাদিকতার সম্পর্ক তাই অবিচ্ছেদ্য। সাংবাদিকতায় রয়েছে সাহসিকতার সমন্বয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য সংরক্ষণ এবং বিশ্লেষণ, যা সাধারণ জনগণের জন্য মঙ্গলজনক।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৯

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। সমাজের ঘটে যাওয়া বিভিন্ন বিষয় বা ঘটনার প্রকৃতি অনুসন্ধানপূর্বক সত্য উদঘাটন করা কোন পেশার কাজ?

ক) আইন পেশার খ) শিক্ষকতার

গ) সাংবাদিকতার ঘ) সমাজকর্মের

২। সাংবাদিকরা যেসব লোকের অধিকার সংরক্ষণে কাজ করে–

i. অসহায় ii. নির্ভরশীল iii. পশ্চাৎপদ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

## পাঠ-৬.১০ জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা এবং পেশার সমন্বিত প্রায়োগিক বিষয় হিসেবে সমাজকর্ম (Social Work as an Integrated Applied Discipline of Different Branches of Knowledge and Professions)

### উদ্দেশ্য

**এই পাঠ শেষে আপনি–**

৬.১০.১ সমাজকর্মে জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা ও পেশার সমন্বিত প্রায়োগের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

পেশাদার সমাজকর্ম এক ধরনের ব্যবহারিক সামাজিক বিজ্ঞান যা সমাজসম্পর্কিত পূর্ণজ্ঞান অর্জনের পর সামাজিক সমস্যার সমাধান (ব্যক্তি, দল ও সমষ্টি) ও সামাজিক উন্নয়ন সাধনের কাজ করে থাকে। সমাজসম্পর্কিত পূর্ণজ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে সমাজকর্মকে বিভিন্ন সামাজিক বিজ্ঞানের যেমন– সমাজবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, অর্থনীতি, পৌরনীতি ও সুশাসন এবং নৃ-বিজ্ঞানের জ্ঞানের প্রতি নির্ভরশীল হতে হয়। এ প্রসঙ্গে চার্লস ডি. গারভিন বলেন, বিশেষ করে সাম্প্রতিককালে সমাজকর্ম সামাজিক বিজ্ঞানের ব্যক্তি উন্নয়ন তত্ত্ব, দলীয় তত্ত্ব, পারিবারিক তত্ত্ব, সাংগঠনিক তত্ত্ব, রাষ্ট্রীয় কার্যতত্ত্ব এবং সমাজ সম্পর্কিত তত্ত্বনির্ভর হয়ে পড়েছে। ম্যাকাইভার ও পেজ সমাজবিজ্ঞান সম্পর্কে বলেন, সমাজবিজ্ঞান এমন এক বিজ্ঞান যা সমাজ ও সামাজিক সম্পর্ক বিষয়ে অধ্যায়ন করে। সমাজবিজ্ঞান সমাজের উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ, সামাজিক গতিশীলতা, সামাজিক নিয়ন্ত্রণ, সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে থাকে। এই সমস্ত বিষয়ে জ্ঞান অর্জনে সমাজকর্ম সমাজবিজ্ঞানের উপর নির্ভরশীল। সমাজকর্ম সামাজিক পরিবর্তন, সামাজিক মূল্যবোধ, সামাজিক শ্রেণিবিন্যাস ও সামাজিক সমস্যা সম্পর্কিত তাত্ত্বিক জ্ঞান অর্জনে সমাজবিজ্ঞানের উপর নির্ভরশীল। আবার সমাজবিজ্ঞানের সংগৃহীত তাত্ত্বিক জ্ঞানকে সমাজকর্ম নিজস্ব পদ্ধতি ও কলাকৌশলের দ্বারা বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে সমাজের কল্যাণে কার্যকরী করে তোলে।

সমাজকর্ম এমন এক ব্যবহারিক বিজ্ঞান যা মানুষের সামাজিক, মানসিক ও স্বাস্থ্যগত সমস্যার পাশাপাশি অর্থনৈতিক সমস্যারও সমাধান করে থাকে। এক্ষেত্রে সমাজকর্মকে অর্থনীতির ওপর নির্ভর করতে হয়। সমাজকর্মে বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে সুপরিকল্পিত সামাজিক পরিবর্তন সাধনের প্রচেষ্টা চালানো হয়, যা সমষ্টি উন্নয়ন বা সমষ্টি সংগঠন পদ্ধতির সহায়তায় সম্পাদন হয়। মানবকল্যাণ ও মানবসেবার বিষয়ে যেমন অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রশ্ন প্রাধান্য পায়, তেমনি সমাজকর্ম যখন কর্মসূচির বাস্তবায়নে বা অন্য কোনো উপায়ে মানবকল্যাণ করতে চায় তখন সমাজকর্মীকে অবশ্যই অর্থনৈতিক উন্নয়নের কলাকৌশল সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে হয়। বর্তমানে উন্নত বিশ্বে অর্থনীতিবিদ ও সমাজকর্মীগণ একে অন্যের সহায়ক হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে। কল্যাণমুখী অর্থনীতির ধারণা সমাজকর্মের সাথে অর্থনীতিকে আরো বেশি আবদ্ধ করে রেখেছে যার মাধ্যমে কল্যাণরাষ্ট্র জনকল্যাণে ভূমিকা রেখে যাচ্ছে।

ক্লিনিক্যাল সেবা ও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানী ও সমাজকর্মীগণ একই পেশাগত দলের সদস্য হিসেবে কাজ করে। ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব জানার জন্য, আচরণ নিয়ন্ত্রণের জন্য সমাজকর্মীগণ মনোবিজ্ঞানের সহায়তা নেন এবং কর্মপদ্ধতির দ্বারা তার সামাজিক ভূমিকার উন্নয়নে হস্তক্ষেপ করেন।

মূলত একজন দক্ষ সমাজকর্মী যখন ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির কল্যাণে কাজ করেন তখন তাকে ব্যক্তি বা দলের শারীরিক বিকাশ, বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ, আবেগীয় বিকাশ, সামাজিক বিকাশ এবং বিকাশগত জটিলতা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে হয়। মানুষের আচরণের জৈবিক ভিত্তি হিসেবে স্নায়ুতন্ত্র, গ্রন্থীতন্ত্র ও নিউরন সম্পর্কিত জ্ঞানও সমাজকর্মে বিশেষ প্রয়োজনীয়। মানবীয় বিকাশ ও আচরণে বংশগতি ও পরিবেশের প্রভাব সম্পর্কেও একজন সমাজকর্মীকে জ্ঞানার্জন করতে হয়। এক্ষেত্রেও মনোবিজ্ঞান সমাজকর্মীকে বিশেষভাবে সহায়তা করে।

পৌরনীতি ও সুশাসনের পরিধিতে সরাসরি নগররাষ্ট্র ও নাগরিক সম্পর্কিত আলোচনা হলেও রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন নীতিনির্ধারণ, সামাজিক আইন প্রণয়ন, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, রাজনৈতিক আদর্শ বিশেষ করে বর্তমান সময়ে কল্যাণরাষ্ট্রের দর্শন সমাজকর্ম দর্শনের সাথে সংশ্লিষ্ট। যে কোনো রাষ্ট্রের সমাজকর্ম কার্যাবলী রাষ্ট্রীয় নীতি, পৃষ্ঠপোষকতা ও নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমেই পরিচালিত হয়ে থাকে। তাই পৌরনীতি ও সুশাসনের লক্ষ্য সমাজকর্মের লক্ষ্যের সাথে একটি সমান্তরালের ধারা।

এছাড়াও সমাজকর্ম শিক্ষা, চিকিৎসা, আইন, সাংবাদিকতাসহ বিভিন্ন পেশার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। এসব পেশার জ্ঞান সমাজকর্ম পেশার জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করেছে। যা সমাজকর্ম তার নিজস্ব প্রয়োজনে যথাযথ অনুশীলনের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় কর্মকৌশল উদ্ভাবনের সাহায্যে সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে থাকে।

## সারসংক্ষেপ

সামাজিক বিজ্ঞানগুলোর কোনো একটি বিশেষ শাখা সামাজিক সমস্যাসমূহের ফলপ্রসূ সমাধান দিতে পারে না। বর্তমানে উন্নয়নশীল দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ফলে সমস্যার সমাধান হচ্ছে না, বরং সুসম বণ্টনের অভাবে অন্যান্য সমস্যার জন্ম হচ্ছে। সামাজিক সমস্যার সমাধান করতে হলে প্রথমেই সমস্যার প্রকৃতি, প্রভাব, কারণ, স্থিতি, গভীরতা, সমস্যার সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য সমস্যা ও তার প্রভাব নির্ণয় করতে হবে। সমাজকর্ম অন্যান্য বিজ্ঞানের জ্ঞান অর্জন করে সমস্যার পূর্ণাঙ্গ তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে সামাধানের প্রচেষ্টা চালায়। অন্যান্য বিজ্ঞানের নীতি ও তত্ত্ব সরাসরি এতে প্রয়োগ করা হয় না। সমাজকর্ম নিজস্ব পদ্ধতি ও কৌশলের মাধ্যমে অন্যান্য বিজ্ঞানের জ্ঞানকে সমস্যার সমাধানে প্রয়োগ করে থাকে।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.১০

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। সমাজকর্ম অন্যান্য জ্ঞানের এবং পেশার সমন্বিত রূপ কথাটির তাৎপর্য হলো–

i. সমাজকর্ম সামাজিক বিজ্ঞান থেকে জ্ঞান আহরণ করে

ii. বিভিন্ন পেশাগত শাখা থেকে জ্ঞান আহরণ করে

iii. বিভিন্ন শাখা থেকে জ্ঞান আহরণ করে সমন্বয়ের মাধ্যমে নিজস্ব বিজ্ঞান গড়ে তুলেছে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

২। জ্ঞানের কোন শাখা মানুষের বাহ্যিক আচরণের অভ্যন্তরীণ শক্তি অনুসন্ধান করে?

ক) সমাজবিজ্ঞান খ) মনোবিজ্ঞান

গ) পৌরনীতি ঘ) অর্থনীতি

## চূড়ান্ত মূল্যায়ন

### ক. বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১। সমাজ সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ও বস্তুনিষ্ঠ জ্ঞানদান করে কোন বিজ্ঞান?
ক) নৃবিজ্ঞান খ) পৌরনীতি ও সুশাসন
গ) মনোবিজ্ঞান ঘ) সমাজবিজ্ঞান

২। মনোবিজ্ঞানের শাখা হলো–
i. শিশু মনোবিজ্ঞান
ii. অস্বাভাবিক মনোবিজ্ঞান
iii. শিল্প মনোবিজ্ঞান
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৩। সুশাসনের ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলো গুরুত্বপূর্ণ–
i. রাজনৈতিক জবাবদিহিতা
ii. স্বচ্ছতা
iii. আইনের শাসন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৪। সীমিত সম্পদের বহুমুখী বিকল্প ব্যবহার দ্বারা মানুষের অসীম অভাব পূরণের উপায় নিয়ে আলোচনা করে কোনটি?
ক) সমাজকর্ম খ) সমাজবিজ্ঞান
গ) নৃবিজ্ঞান ঘ) অর্থনীতি

৫। জনবিজ্ঞানের মূল আলোচ্য বিষয় হলো–
i. জন্মহার
ii. মৃত্যুহার
iii. জনসংখ্যা বণ্টন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৬। কোন পেশার মাধ্যমে মানুষের আইনগত অধিকার ও সামগ্রিক নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়?
ক) আইন খ) ব্যবসা
গ) শিক্ষকতা ঘ) ডাক্তারী পেশা

৭। পেশাগত সমাজকর্মীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে–
i. সমাজের উন্নয়নমূলক নীতি গ্রহণে
ii. পরিকল্পনা ও কর্মসূচি প্রণয়নে
iii. সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

**খ. সৃজনশীল প্রশ্ন**

১। মৌসুমী বিশ্বাস একজন পেশাদার সমাজকর্মী। সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তির সমস্যা সমাধানে তিনি সমস্যার উৎস, কারণ ইত্যাদি অনুসন্ধান করতে চান। এজন্য তিনি একটি বিজ্ঞানের সহায়তা নেন। এই বিজ্ঞানের জ্ঞান প্রয়োগ করে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে সমস্যাটির কারণ বিশ্লেষণ করে সমাধানের পথ বের করেন।

ক) পৌরনীতির ইংরেজি প্রতিশব্দ কি? ১

খ) অর্থনীতি বলতে কী বোঝায়? ২

গ) উদ্দীপকে মৌসুমী বিশ্বাসের কোন বিজ্ঞানের সহায়তা নিতে হয়? ব্যাখ্যা করুন। ৩

ঘ) সমাজকর্মের সাথে উক্ত বিজ্ঞানের গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান– উক্তিটির যথার্থতা বিশ্লেষণ করুন। ৪

২। তপু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন একটি বিষয়ে অধ্যায়ন করে যেটি মানুষের জন্ম পরিচয়, জন্ম ইতিহাস, সংস্কৃতি, পরিবার, রাষ্ট্র, ধর্ম ইত্যাদির উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ নিয়ে আলোচনা করে। অন্যদিকে তপুর বন্ধু দিপুও একই বিশ্ববিদ্যালয়ের এমন একটি বিষয় নিয়ে অধ্যয়ন করে যেটি ব্যক্তি, দল বা সমষ্টির সম্পদ ও অন্তর্নিহিত শক্তিকে ব্যবহারের মাধ্যমে সাহায্যার্থীকে স্বাবলম্বী করে তোলার প্রচেষ্টা চালায়।

ক) আইন পেশা কী? ১

খ) মনোবিজ্ঞান বলতে কী বোঝায়? ২

গ) তপুর অধ্যায়নকৃত বিষয়টি সম্পর্কে ব্যাখ্যা করুন। ৩

ঘ) তপু ও দিপুর অধ্যয়নকৃত বিষয় দুইটির সম্পর্ক বিশ্লেষণ করুন। ৪

## উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.১ : ১। খ ২। ক ৩। গ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.২ : ১। ঘ ২। ক ৩। ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.৩ : ১। গ ২। গ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.৪ : ১। ক ২। গ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.৫ : ১। খ ২। ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.৬ : ১। খ ২। খ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.৭ : ১। গ ২। গ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.৮ : ১। ক ২। ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.৯ : ১। গ ২। ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.১০ : ১। ঘ ২। খ

চূড়ান্ত মূল্যায়ন- ৬ : ১। ঘ ২। ঘ ৩। ঘ ৪। ঘ ৫। ঘ ৬। ক ৭। ঘ